দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ০১ নভেম্বর ২০২৬ ॥ ২০ জমাদিউল উলা ১৪৪৮ ॥ ১৬ কার্তিক ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ১৪৬ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

নতুন আঙ্গীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট

অ্যাংকর সিমেন্ট
স্থায়ীত্বের মজবুত বন্ধন
সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

সংবিধান না মেনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি গায়ের জোরের শামিল: রিজভী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে এবং সংবিধান সংশোধন ছাড়াই 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়নের দাবিকে 'গায়ের জোর' ২ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসিতে ফেল করা শিক্ষার্থীদের সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীদের হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ২ এর পাতায় দেখুন

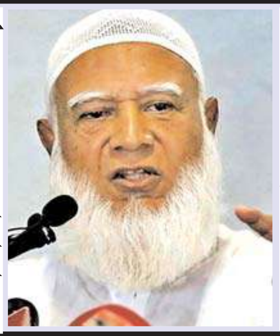

দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস নয়: শফিকুর রহমান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

কানেক্টিভিটির নামে বাংলাদেশকে অন্য কোনো দেশের কাছে ইজারা দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় ২ এর পাতায় দেখুন

অক্টোবরে ডেঙ্গুতে ১৭৪ জনের মৃত্যু

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ২ এর পাতায় দেখুন

ফলাফল বিপর্যয়ে বরিশাল শিক্ষাবোর্ড

পাস করতে পারেনি বরিশালের ৩১ হাজার পরীক্ষার্থী, ১১টি কলেজের সবাই ফেল

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

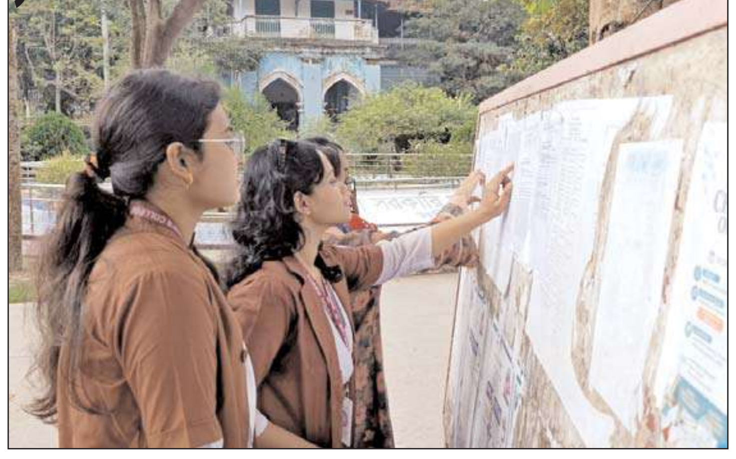

বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে পাশের হার ও জিপিএ ফাইভ উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল বিপর্যয় হওয়ায় কলেজ ক্যাম্পাস ছিল পরীক্ষার্থী শূন্য। নগরীর প্রতিটি কলেজ ক্যাম্পাসের একই অবস্থা। এ বছর পাশের চেয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। এদিকে শতভাগ পাশ করেছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ বছর পাশের হার ৪৪ দশমিক ৮৪। জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ৯শ'৫০জন। বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ফাইভে ছেলেরা, এছাড়া পাশের হারে এবং মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষায় জিপিএ ফাইভে এগিয়ে মেয়েরা। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের অধীন বিভাগের ছয়টি জেলার ৩৫০টি কলেজ থেকে ৫৭ হাজার ৯১২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২৫ হাজার ৯৭০জন, অকৃতকার্য ৩১ হাজার ৯১২ জন। বিজ্ঞান বিভাগ ১১ হাজার ৯৩৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৬ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে মেয়ে হচ্ছে ৩ হাজার ৯৮৩ জন এবং ছেলে ২ হাজার ৭৯২ জন। জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ৪৩৫ জন। এর মধ্যে ছেলে ২২৮ জন এবং মেয়ে ২০৭ জন। মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৪০ হাজার ১৭৪ জন। পাশ করেছে ১৬ হাজার ৯৮৩জন। এর মধ্যে মেয়ে ১১ হাজার ৩৭১ জন এবং ছেলে ৫ হাজার ৬১২ জন। ৪৮১টি জিপিএ ফাইভের মধ্যে মেয়েরা পেয়েছে ৩৬৫টি এবং ছেলে ৯৬টি। ব্যবসা শিক্ষায় ৫ হাজার ৪৯১ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২ হাজার ২১২ জন। এর মধ্যে মেয়ে ১ হাজার ১৫১ জন এবং ছেলে ১ হাজার ৬১ জন। ৫৪টি জিপিএ ফাইভের মধ্যে মেয়েরা ৩৫টি এবং ১৯টি ছেলেরা। শিক্ষাবোর্ডের অধীন জেলাভিত্তিক ফলাফলে এগিয়ে পিরোজপুর জেলা। ওই জেলার ৪৭টি কলেজ থেকে ৬ হাজার ৭৮২ জন অংশগ্রহন করে পাশ করেছে ৩ হাজার ৪৯৬জন। জিপিএ ফাইভ পেয়েছে মেয়ে ৪৫টি এবং ছেলে ২১টি। বরিশাল জেলার ১০৭টি কলেজ থেকে ২০ হাজার ৯২৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে পাশ করেছে ১০ হাজার ৪৫৩ জন। ৩৬৮টি জিপিএ ফাইভ পেয়েছে মেয়েরা এবং ছেলেরা পেয়েছে ২৫৪টি। বরগুনায় জেলার ৩৬টি কলেজ ২ এর পাতায় দেখুন

অর্ধেকই প্রেমের টানে

বরিশাল বিভাগে ৬ মাসে নিখোঁজ হয়েছে ১৬৮৯ জন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় গত ছয় মাসে ১ হাজার ৬৮৯ শিশু কিংবা কিশোর-কিশোরী নিখোঁজ হয়। সবচেয়ে বেশি নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে উপকূলীয় এলাকা পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও ভোলায়। বরিশাল রেঞ্জ পুলিশের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, যারা নিখোঁজ হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি কিশোর-কিশোরী ঘর ছেড়েছে প্রেমের টানে। এ ছাড়া পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ, অভাব-অনটন থেকে ঘর ছেড়েছে কেউ কেউ। বরিশালের আগৈলঝাড়ায় চলতি বছরের মার্চে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের নেতৃত্বে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

জাতীয় যুব দিবস-২০২৬ উদযাপন এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি শনিবার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে বরিশাল নগরীর ত্রিশ গোডাউন এলাকার সেলফি রোডে পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নিজ হাতে ঘাস কেটে এবং ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারে অংশ নেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদ, জেলা প্রশাসক মামুন খন্দকার এবং বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফরিদা সুলতানাসহ প্রশাসনের ২ এর পাতায় দেখুন

৮ জন শিক্ষক মিলেও পাস করাতে পারলেন না একমাত্র ছাত্রকে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার মজিদবাড়িয়া কলেজে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মাত্র একজন শিক্ষার্থী। তবে সেই একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ওই শিক্ষার্থী এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। আটজন শিক্ষক কর্মরত থাকলেও একমাত্র শিক্ষার্থীর পাস না করার ঘটনায় কলেজটির শিক্ষার পরিবেশ ও পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কলেজের অধ্যক্ষ ফারুক ইকবাল জানান, ২০০২ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে দীর্ঘ সময় পার হলেও প্রতিষ্ঠানটি এখনো এমপিওভুক্ত হয়নি। বর্তমানে কলেজটিতে আটজন শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু নিজস্ব কোনো পাকা একাডেমিক ভবন নেই। টিনশেড ঘরেই চলছে পাঠদান। অধ্যক্ষের দাবি, এমপিওভুক্ত না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ২ এর পাতায় দেখুন

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা

আজিজুল হাকিম সামি

অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, অবিসংবাদিত নেতা শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ১৫৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরিশালে বর্ণাঢ্য স্মরণসভা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ১১টায় 'বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর' মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান হয়। বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় ছিল– ব্রজমোহন বইবন্ধু,বাংলার বাঘ ফাউন্ডেশন, চিন্তা পরিসর এবং বরিশালের ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রসেফর ড. মো. মামুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন গবেষক সাইফুল আহসান বুলবুল, প্রিন্সিপাল মোসলেমউদ্দিন শিকদার, এস. এম রেজাউল কবির পল্টু, বরিশাল জাদুঘরের সহকারী কাস্টোডিয়ান আরিফুর রহমান, কবি পথিক মোস্তফা, বাংলাদেশ বানীর ২ এর পাতায় দেখুন

ক্যাডেট কলেজেও এইচএসসির ফলে ধাক্কা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে এবার বড় ধরনের ধস নেমেছে। এর প্রভাব পড়েছে দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোতেও। গত বছর ১২টি ক্যাডেট কলেজের মধ্যে ১০টিতে শতভাগ পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। তবে এবার শতভাগ জিপিএ-৫ পাওয়া ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা কমে ৬টিতে নেমেছে। এইচএসসিতে এবার ক্যাডেট কলেজগুলো থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন মোট ৫৪৩ শিক্ষার্থী। শনিবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এ ফলাফল বিশ্লেষণে এসব তথ্য জানা গেছে। ফলাফল অনুযায়ী, এবার শতভাগ জিপিএ-৫ পাওয়া ছয়টি ক্যাডেট কলেজ হলো- বরিশাল, সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, মির্জাপুর ও ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। এর মধ্যে সিলেট ক্যাডেট ২ এর পাতায় দেখুন

আলিমের ফলাফলে ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদরাসার সাফল্যের ধারা অব্যাহত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

মেধা ও চরিত্র বিকাশে অতুলনীয় ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদরাসা (নেছারাবাদ মাদরাসা) বিগত বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও আলিম পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষে। আলিম পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ৫৭ ও সাধারণ বিভাগে ২৭৩ সর্বমোট ৩৩০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে ৩০৯ জন কৃতকার্য হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬৭ জন (A+), ২৪৩ জন অ গ্রেড এবং বাকীরা সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৪%। বিজ্ঞান বিভাগে শতভাগ পাশ। ঝালকাঠি জেলা শহরে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদরাসাটি ১৯৫০ সালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ২ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসিতেও নবনীর প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করেছে মেধাবী শিক্ষার্থী নৈপুণ্য মিজান নবনী। গতকাল প্রকাশিত ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) অর্জন করেছে।

নবনী বরিশাল সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল। পরীক্ষার শুরু থেকেই পড়াশোনায় তার গভীর মনোযোগ ও কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই সাফল্য এসেছে বলে জানিয়েছেন তার শিক্ষকগণ। নিজের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত নবনী জানান, "এই ফলাফলের পেছনে আমার বাবা-মা এবং শিক্ষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। ভবিষ্যতে আমি একজন আদর্শ চিকিৎসক হয়ে দেশের সেবা করতে চাই।"

এর আগে নবনী পিএসসি ও এসএসসি ৩ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলের মুক্ত মত......

হ্যালো ৯৯৯

আপনার সন্তানটি মানুষ হোক

ইতোমধ্যে ঘোষিত উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে প্রায় অর্ধেকের মতো শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। কমেছে জিপিএ-৫। একজন শিক্ষক হিসেবে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যই খারাপ লাগছে। আবার যারা কৃতকার্য হয়েছে তাদের জন্য ভালো লাগছে, কারণ মেধার মূল্যায়ন হয়েছে। ভালো লাগছে এই ভেবে যে, শিক্ষার্থীরা অন্তত পড়াশুনার গুরুত্ব অনুধাবন করবে। হয়তো এর মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষকের কদর বাড়বে।

তবে পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের আমি খারাপ অভিধা দেবো না। তাদের এই অকৃতকার্যতার নানান কারণ রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, বিগত সময়ে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়ার পায়তারা। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে করোনার ধাক্কাও কম দায়ী নয়। তবে সবচেয়ে বড়ো কারণের অন্যতম হলো, অকৃতকার্য হওয়ার পরে অভিভাবকের খেয়াল করা, তার আগে সচেতন না হওয়া।

আমি মনে করি, সবাইকে অনেক বড়ো বড়ো পাস দিয়ে শিক্ষার সনদ অর্জন করতে হবে বিষয়টি ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল বিভাগসহ দেশের উপকূলীয় উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, বরিশাল বিভাগসহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ, পানিসম্পদ ও যোগাযোগ অবকাঠামোর বিপুল সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। শনিবার (৩১ অক্টোবর) জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এজিএম-২০২৫ ও বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন। চিফ হুইপ বলেন, বরিশাল বিভাগের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ভাঙ্গা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত সড়কপথে যাতায়াতের সময় যাত্রীদের দুর্ভোগ ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সড়কের মান দ্রুত উন্নয়ন করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত ভারী যানবাহন চলাচল এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে এসব ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপন্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক

সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

কার্যকর পদক্ষেপ নিন

দেশে মাদকের বিস্তার ভয়াবহ মাত্রায় বেড়েছে। রাজধানী শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মাদকের ছড়াছড়ি। বড় কথা হলো, আইন-শৃঙ্ক্ষলা রক্ষা বাহিনীর নিয়মিত অভিযানও চলছে, তার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। আন্তর্জাতিক চক্র মাদকপাচারের রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে। শীর্ষ কারবারিরা আকাশপথসহ দেশের সীমান্তবর্তী ২৪টি জেলার দেড় শতাধিক পয়েন্ট দিয়ে মাদকপাচার করছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টিও সামনে আসে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বহুল আলোচিত ইয়াবার মতো ভয়াবহ মাদকের বেশির ভাগই প্রবেশ করছে মিয়ানমার দিয়ে টেকনাফ সীমান্ত হয়ে। পরবর্তী সময়ে চক্রের মাধ্যমে এই মাদক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকা বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে আকাশপথে নতুন ধরনের মাদক কুশ দেশে আনছে একটি আন্তর্জাতিক চক্র। দেশের দুটি বিমানবন্দরসহ স্থলসীমান্তগুলো মাদকপাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জানা গেছে, কুশ নিয়ে আসছে থাইল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি চক্র। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) সূত্র বলছে, দেশে মাদকের বিস্তার ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিয়মিত কঠোর অভিযান চলছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) তিন কোটি চার লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৩ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। সেই হিসাবে প্রতিদিন এক লাখ ৬৯ হাজারের বেশি ইয়াবা জব্দ করা হয়, যা গত বছরের তুলনায় প্রতিদিন ৫০ হাজারের বেশি ইয়াবা জব্দ বেড়েছে। এ ছাড়া মাদকপাচারে জড়িতদের গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, গত এক বছরে মিয়ানমার-কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশের অভিযোগে ৩৯০টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ৪৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে গত এক বছরে ১১ হাজার ৯৩১টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ১২ হাজার ৭১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে মাদকপাচারের রুট হিসেবে ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিক চক্র। 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় একদিকে মিয়ানমার, অন্যদিকে ভারত সীমান্ত দিয়ে মাদক ঢুকছে দেশে। কাজেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় আঞ্চলিক দেশগুলোর পারস্পরিক সহায়তা জরুরি হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট বিমসটেকের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত মাদক, বাণিজ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, নিরাপত্তা, কৃষি, পর্যটন, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে। জোটের প্রতিনিধিরা নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মাদকপাচার নিয়ন্ত্রণে এই জোটের আরো কার্যকর ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

আলিমের ফলাফলে ঝালকাঠি এন এস

ওলীয়ে কামেল হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর রহ. এর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সুনাম ও সুখ্যাতির কারণে দেশের অধিকাংশ জেলা থেকে আগত প্রায় সাত হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করছে। পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে ওহঃবষষবপঃঁধষ (বুদ্ধিজাত), গবহঃধষ (মানসিক) ও ঝঢ়রৎরঃঁধষ (আধ্যাত্মিক) সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান, শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, দক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান জনশক্তি উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ প্রতিষ্ঠান। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আকাশচুম্বী। প্রতিবছর এ প্রতিষ্ঠানের অনেক মেধাবী ছাত্ররা দেশ ও বিদেশের মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এ মাদরাসাটি অনার্স-মাষ্টার্সসহ দাখিল, আলিম ও ফাজিল, কামিল (হাদীস, তাফসির, ফিকহ ও আদব) ফলাফলে শীর্ষ স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এ সাফল্যের জন্য অধ্যক্ষ মাওলানা গাজী মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং সাফল্যের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুসলিম ঐক্যের প্রতীক আমীরুল মুছলিহীন হযরত নেছারাবাদী হুজুরের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা, দলীয় রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ক্লাসটেস্ট, দূর্বল ছাত্রদের জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে ফীডব্যাক ক্লাস, অভিভাবক সম্মেলনসহ শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন, আবাসিক ছাত্রদের জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও টিউটর দ্বারা আবাসিক ক্লাশ ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে এ প্রতিষ্ঠান বরাবরই গৌরবোজ্জল ফলাফল লাভ করছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ভাল ফলাফলের নেপথ্যে অত্র মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সর্ব মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

বরিশাল বিভাগসহ দেশের উপকূলীয় উন্নয়নে

সড়ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা রোধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের পানিসম্পদের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের পানিসম্পদ একটি বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা হওয়া সত্ত্বেও তা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। বরিশালসহ সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী ও পানিসম্পদকে যদি পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করা যায়, তবে কৃষি, মৎস্য চাষ, নৌ-যোগাযোগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে। বরিশাল বিভাগের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে চিফ হুইপ বলেন, এই অঞ্চলের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের দলমত-নির্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে জাতীয় সংসদের স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট সকল জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বিত বৈঠকের আয়োজন করা যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আন্তরিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতাকে জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে আরও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করতে হবে। বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি লুৎফুল আজিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারক এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মিরানা মাহরুখ। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিবসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারককে সভাপতি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কমিশনার সৈয়দ আতিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

৮ জন শিক্ষক মিলেও পাস

সুযোগ-সুবিধার অভাবে কলেজটিতে ভালো মানের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে আগ্রহী হয় না। ফলে দিন দিন কমেছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর মানবিক বিভাগ থেকে মাত্র একজন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু রাজু আহমেদ নামের ওই শিক্ষার্থীও একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। প্রতিষ্ঠার দুই দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কলেজটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার্থী সংকটের সমাধান হয়নি। আটজন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও একজন পরীক্ষার্থীরও উত্তীর্ণ হতে না পারার ঘটনা স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ক্যাডেট কলেজেও এইচএসসির

কলেজের ৫০ জন, রংপুরের ৪৭ জন, বরিশাল ও রাজশাহীর ৪৬ জন করে, ফৌজদারহাটের ৪৪ জন এবং মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ৪১ জন পরীক্ষার্থীর সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছেন। অন্য ছয়টি ক্যাডেট কলেজের মধ্যে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭ জন, পাবনা ক্যাডেট কলেজের ৪৮ জনের মধ্যে ৪৭ জন এবং ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের ৪৩ জনের মধ্যে ৪১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। এছাড়া জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের ৫২ জনের মধ্যে ৪৮ জন, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ৪৩ জনের মধ্যে ৩৪ জন এবং ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের ৬১ জনের মধ্যে ৪৫ জন জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন। গত বছর দেশের ১২টি ক্যাডেট কলেজ থেকে ৫৮৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৫৮৭ জনই জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন। শুধু ময়মনসিংহ ও জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের একজন করে শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি। ফলে ১০টি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ জিপিএ-৫ অর্জিত হয়েছিল। এদিকে, এবার সারা দেশে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৫ জন শিক্ষার্থী পাস করেছেন। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৮৪ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৯৭। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কমেছে ২৯ হাজার ১৩ জন।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের

সম্পাদক আজাদ আলাউদ্দিন প্রমূখ গুণিজন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিনথিয়া ঘরামি। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে সাইফুল আহসান বুলবুল শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শিক্ষা বিস্তার এবং বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে তাঁর অনন্য অবদানের কথা আলোচনা করে তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রফেসর ড. মোঃ মামুন অর রশিদ বলেন, " শেরেবাংলা একজন রাজনৈতিক আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, শত বছরের এরকম একজন আসে তাই তাকে ধারণ করা, অনুসরণ করা এবং জানা দরকার।" ব্যবস্থাপক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন– বাংলার বাঘ ফাউন্ডেশনের ফারজানা ফেরদৌস, চিন্তা পরিসরের ইমরান হোসেন, ব্রজমোহন বইবন্ধুর সভাপতি মোঃ ইয়ামিন এবং বরিশালের ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটির প্রতিনিধি সুমন বেপারি। ব্যাবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিনিধিরা শেরেবাংলার জীবন ও কর্মের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্রজমোহন বইবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন সিরাজুল ইসলাম সজিব। চিন্তা পরিসরের পক্ষ থেকে ঋণ সালিশী নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন রুহানি। বাংলার বাঘ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিস্তারে শেরেবাংলার ভুমিকা নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ফারজানা ফেরদৌস। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে শেরেবাংলার আদর্শ রক্ষায় ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট গুণীজনদের মাঝে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন– উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মামুন অর রশিদ, গবেষক সাইফুল আহসান বুলবুল, প্রিন্সিপাল মোসলেম উদ্দিন শিকদার, এস. এম রেজাউল কবির পল্টু এবং বরিশাল জাদুঘরের সহকারী কাস্টোডিয়ান আরিফুর রহমান। সম্মাননা প্রাপ্তদের হাতে স্মারক তুলে দেন বাংলার বাঘ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ফারজানা ফেরদৌস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটির প্রতিনিধি সুমন বেপারী, ব্রজমোহন বইবন্ধুর প্রতিনিধি রিফাত হোসেন , চিন্তা পরিসরের প্রতিনিধি রিফাত হোসেন রাজু।

বরিশালে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের নেতৃত্বে

অন্যান্য কর্মকর্তারা। এ সময় বিডি ক্লিনের সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে এলাকার ঘাস কাটা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করেন। বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদ বলেন, পরিচ্ছন্নতা শুধু একটি দিনের কার্যক্রম নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। নিজের শহর ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সবার। বিশেষ করে যুবসমাজকে এ ধরনের সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসতে হবে। জেলা প্রশাসক মামুন খন্দকার বলেন, একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তুলতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে এ উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি শনিবার নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নগরীকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বরিশাল বিভাগে ৬ মাসে

দুই কিশোর-কিশোরী নিখোঁজ হয়। 'প্রেমের টানে' পালিয়ে যায় তারা। নিখোঁজ কিশোর-কিশোরীর পরিবারের তথ্যমতে, গত ২৫ মার্চ বিকেলে তাদের খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে আগৈলঝাড়া থানায় একটি অভিযোগ করা হয়। আগৈলঝাড়া থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘটনার এক সপ্তাহ পর কিশোরীক খুঁজে পাওয়া যায়। অপর দিকে পরিবারের অমতে প্রেমের টানে বাড়ি ছেড়ে ঘর বেঁধেছিল গৌরনদী উপজেলার এক কিশোরী। তবে স্বামীর বাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিষপানে আত্মহত্যা করে সে। গত ২২ আগস্ট দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বরিশালের বাকেরগঞ্জে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে নিখোঁজ হয় দাড়িয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির তিন ছাত্রী। পুলিশের তথ্যমতে, গত ২৯ সেপ্টেম্বর ওই তিন কিশোরী স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। স্বজনেরা এই ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। ঢাকার কদমতলী থানাধীন শ্যামপুরের একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরি থেকে ১ অক্টোবর তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, অভাবের কারণে তারা ঘর ছেড়েছিল। এদিকে গৌরনদীতে ১৪ বছরের এক কিশোর ১ অক্টোবর নিখোঁজ হয়। গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. তারিক হাসান রাসেল জানান, ওই কিশোরকে বরিশাল নগরের একটি রেস্টুরেন্ট থেকে কাজ করা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আগৈলঝাড়া, বাকেরগঞ্জ এবং গৌরনদীর শিশু-কিশোরদের মতো এ ধরনের নিখোঁজের ঘটনা বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় অহরহ ঘটছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবার, এমনকি প্রশাসনও। বরিশাল রেঞ্জ পুলিশের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভাগের ছয় জেলায় ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নিখোঁজের সংখ্যা ১ হাজার ৬৮৯ জন। পুলিশ বিভাগ এই নিখোঁজের ২১টি কারণ দেখিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭৮ জন ঘর ছেড়েছে প্রেমের টানে। এ ছাড়া অন্যান্য কারণও রয়েছে। এর মধ্যে ১৬৭ জন পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্য, ৭৫ জন মাদ্রাসার কঠোর নিয়মনীতি, ১৩২ জন মা-বাবার সঙ্গে অভিমান, ১৯ জন সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাপসে আসক্ত এবং ১৭ জন পরকীয়ার ঘটনায় নিখোঁজ হয়। জানতে চাইলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. সাদিকুর রহমান বলেন, '৫ আগস্ট-পরবর্তী হিংস্র প্রবণতা বেড়েছে। তরুণ ও যুবক বয়সের ছেলেমেয়েদের ধারণা, তাঁরা সবকিছু পারেন, এ জন্য মব কালচার সৃস্টি হয়েছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিবারিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।' এ ছাড়া দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নও দরকার বলে মনে করেন ড. সাদিকুর। এ ব্যাপারে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. জুলফিকার আলী হায়দার বলেন, এ ধরনের নিখোঁজের ঘটনা সম্প্রতি সংসদে আলোচনা হয়েছে। পুলিশ বিভাগও দুশ্চিন্তায় যে এত অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা নিখোঁজ হচ্ছে কেন? কেননা তাদের মানব পাচার কিংবা অন্য কোনো খারাপ পেশায় জড়ানো হতে পারে। পুলিশের এই কর্মকর্তার মতে, এসব ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি বড় ফ্যাক্টর। কিশোর-কিশোরীরা লোভে বিপাকে পড়তে পারে। উপকূলীয় এলাকা পটুয়াখালী ও ভোলায় এই প্রবণতা বেশি। পুলিশ বিভাগ এ ধরনের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরি করছে।

পাশ করতে পারেনি বরিশালের

থেকে ৫ হাজার ৭৭৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২ হাজার ৫৭৯ জন। ৫১টি জিপিএ ফাইভ পেয়েছে মেয়েরা এবং ১৮টি পেয়েছে ছেলেরা। ভোলা জেলার ৫৯টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রন করে ৯ হাজার ৫৩৯ জন। পাশ করেছে ৩ হাজার ৭৭২ জন। জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ৬০ জন মেয়ে এবং ছেলেরা পেয়েছে ১৯টি। পটুয়াখালী জেলার ৭০টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১০ হাজার ৪৩০ জন। পাশ করেছে ৪ হাজার ১৭ জন। জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ৫১ জন মেয়ে এবং ছেলেরা পেয়েছে ২৫টি। ঝালকাঠী জেলার ৩১টি কলেজ থেকে ৪ হাজার ৪৫৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ১ হাজার ৬৫৩ জন। ৩২টি জিপিএ ফাইভ পেয়েছে মেয়েরা এবং ছেলেরা ৬টি। এ বছর বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের অধীন ১১টি কলেজ থেকে ৩৭ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে একজনও পাশ করতে পারেনি। বরগুনা কদভানু মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে ২ জন অংশ নেয়। ভোলার চরফ্যাশনের চরমানিকা জালাল আহমেদ কলেজ থেকে ৩ জন, ভোলার লালমোহনের রামাগঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৪ জন, ভোলা সদরের মিদুয়া কলেজ থেকে ৫ জন, পটুয়াখালীর গলাচিপার বিপিসি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২ জন,ন পটুয়াখালীর মীর্জাগঞ্জের মজিদবাড়িয়া কলেজ থেকে ১ জন, পটুয়াখালী সদরের আউলিয়াপুর সাবিনা আক্তার স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১ জন, পিরোজপুরের নাজিরপুরে দীঘহিরজান স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৫ জন, পিরোজপুরের কদমতলা স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২ জন, ঝালকাঠীর নলছিটির অ্যাড. এইচআরকে ফাউন্ডেশন কৃষি প্রযুক্তি কলেজ থেকে ৯ জন, বরগুনার পাথারঘাটার হোগলাপাশা কলেজ থেকে ৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কেউ পাশ করেনি। অপরদিকে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ৪১ জন এবং মানবিক বিভাগ থেকে ৫ জন অংশ নিয়ে সকলে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। এ ফলাফলের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ এটিএম মোয়াজ্জেম হোসেন। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে ২০২৫ সালে পাশের হার ছিল ৬২ দশমিক ৫৭ ভাগ। জিপিএ ফাইভ ছিল ১ হাজার ৬৭৫টি। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর শরীফ মোর্শেদ রেজা বলেন, ফলাফল বিপর্যয়ের মূল কারন হচ্ছে মানসম্মত ক্লাস রুম শিক্ষা না থাকা, একই সাথে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবকে দায়ী করেন। একই সাথে লেখাপড়া ভালোভাবে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি অভিভাবককে কোনভাবে শিক্ষার বিষয়ে ছাড় না দেয়ার আহ্বান জানান। শ্রেনীকক্ষে পাঠদান থেকে শুরু করে ঘরে পড়ার টেবিলে শিক্ষতে হবে এরপর পরীক্ষায় বসতে হবে। তানা হলে ফলাফল এভাবে বিপর্যয় ঘটবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এ ধরনের ফলাফল অনেক ভালোদিক রয়েছে। বিগত দিনগুলোর মত আমরা জিপিএ ফাইভে গা ভাসাবো না। এ ফলাফল মেনে নিয়ে, আগামী দিনগুলোতে যাতে ভালো ফলাফল করা যায় সেদিকে শিক্ষার্থীদের আগাতে বলেন। সবচেয়ে বেশী খারাপ হয়েছে ইংরেজীতে। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশীরভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজী বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে বলে জানান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। এটা অভারকাম করা গেলে পরীক্ষার ফলাফল আরো ভালো হতো।

অক্টোবরে ডেঙ্গুতে ১৭৪

অক্টোবর মাসের ৩১ দিনে ডেঙ্গুতে মারা গেল ১৭৪ জন। আর চলতি বছর এ রোগে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪১৯। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৬৩৩ জন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার। তাদের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ১ লাখ ২৮ হাজার ৩৪৫ জন। বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগের হাসপাতালগুলোতে সবচেয়ে বেশি ৬০৪ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ২৮১, বরিশালে ২৩৪, খুলনায় ২২৮, রাজশাহীতে ১৪৯, ময়মনসিংহে ৭০ এবং রংপুরে ৬৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাসভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ডেঙ্গুতে দুজন করে মারা যায়। মার্চ ও এপ্রিলে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। মে মাসে একজন, জুনে ১৩, জুলাইয়ে ৩৬, আগস্টে ৪৩ এবং সেপ্টেম্বরে ১৪৮ জনের মৃত্যু হয়। সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হওয়ায় অক্টোবরে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৪ জনে।

দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের

নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস করা হবে না। শনিবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের খুলনা বিভাগ অভিমুখী লংমার্চে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার কাটাখালী মোড় চত্বরে অনুষ্ঠিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন না করে সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে। জনগণের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আমরা কোনো ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে রাজপথে নামিনি, আমরা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছি। সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন করতে হবে। জনগণের রায় উপেক্ষা করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। যুবসমাজের উদ্দেশে জামায়াত আমির বলেন, 'তোমরা কারও ছলনায় কান দিও না। আরেকটি অনিবার্য বিপ্লব আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। বৃহত্তর ত্যাগের জন্য যুবসমাজকে প্রস্তুত থাকতে হবে।' পথসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ বাগেরহাট ১, ২ ও ৪ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা এবং ১১ দলীয় ঐক্যর শীর্ষ নেতারা। প্রসঙ্গত, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই জাতীয় সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত গণহত্যার বিচার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, দুর্নীতি-চাঁদাবাজি ও দখলদারি বন্ধসহ সাত দফা দাবিতে এ লংমার্চের আয়োজন করেছে ১১ দলীয় ঐক্য।

এইচএসসিতে ফেল করা

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, একটি পরীক্ষার ফল দিয়ে কারও সবটুকু যোগ্যতা বোঝা যায় না, ভবিষ্যৎও নির্ধারিত হয়ে যায় না। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে আবার এগিয়ে যেতে হবে। সরকার শিক্ষার্থীদের পাশে রয়েছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। এদিন প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলের পর উত্তীর্ণ ও অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পোস্টটি দেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রত্যাশিত ফল না পাওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি লেখেন, 'মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এই সময়ে নিজেকে একা ভেবো না। পরিবারের সঙ্গে, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলো। একটু সময় নাও, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। আবার এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা তোমাদের পাশে আছি।' শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য ৪ লাখ ২২ হাজার ৯০৫ জন পরীক্ষার্থীকে এক মাসের মধ্যে শুধু ওই বিষয়গুলোয় আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। একটি বা দুটি বিষয়ের জন্য দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা না করে তারা যেন দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে আবার চেষ্টা করতে পারে, সেজন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারের পাসের হার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ড. এহছানুল হক মিলন বলেন, সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার সঙ্গে ফল প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ফল শিক্ষার্থীদের শেখার অর্জন ও ঘাটতির বাস্তব চিত্র সামনে এনেছে। এখন সেই ঘাটতি কাটিয়ে শিক্ষার মান বাড়ানোই সরকারের লক্ষ্য। শিক্ষামন্ত্রী লেখেন, 'কম পাসের হার আমাদের অর্জন নয়। আমাদের সাফল্য হবে, যখন শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে শিখে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে, নিজের যোগ্যতায় ভালো ফল করবে।' তিনি বলেন, ?'শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে যথাযথ পাঠদান হচ্ছে কি না, শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে কি না এবং প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়ন যথাযথ হচ্ছে কি না, সবকিছু গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে।' শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রস্তুতিতে সহায়তার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সন্তানদের অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে তাদের কথা শুনতে ও আশ্বস্ত করতে হবে। ফল যা-ই হোক, পরিবারে তাদের ভালোবাসা ও সম্মানের জায়গা অটুট রয়েছে, সেই বিশ্বাস দিতে হবে।' পোস্টে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'তাদের সাফল্যের পেছনে নিজেদের পরিশ্রমের পাশাপাশি শিক্ষক ও পরিবারের অবদান রয়েছে।'

সংবিধান না মেনে জুলাই সনদ

বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, জুলাই সনদে কিছু সাধারণ আইন যেমন প্রয়োজন, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন জড়িত। তা না মেনে যা বলা হবে সেটাই বাস্তবায়নের দাবি কোনো আইনি পথ হতে পারে না। শনিবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর মান্ডা হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন। অবিভক্ত সবুজবাগ থানা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম শামসুল হুদা স্মরণে এ সভার আয়োজন করে মুগদা থানা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, জুলাই সনদের বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে এবং আরও অনেক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে 'নোট অব ডিসেন্ট' বা আপত্তি রয়েছে। এগুলো নিয়ে টেবিলে বসে, আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। কোনো কথা না শুনে যা বলা হবে সেটাই মানতে হবে–এই রাজনীতি গ্রহণযোগ্য নয়। সংবিধান সংস্কারের কথা বলতে গেলে তার একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা ও আইনি কাঠামো থাকতে হবে। সংসদে আলোচনা ও সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই সেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও জ্বালানি সংকট নিয়ে রিজভী বলেন, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ সারাবিশ্বে জ্বালানি তেলের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি চলছে। এই বৈশ্বিক সংকটের কারণে দেশে যে প্রভাব পড়ছে, তার দায় বিরোধী দল সরকারের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে। তারেক রহমান বিকল্প উপায়ে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে জ্বালানি ও গ্যাস এনে দেশের কলকারখানা এবং সাধারণ মানুষের রান্নার ব্যবস্থা সচল রাখার আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছেন। এরই মধ্যেই রাজধানীর লোডশেডিং পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

ভিডব্লিউবি কার্ডের চাল আত্মসাতের

অনলাইনে আবেদন করেন তিনি। যাচাই-বাছাই শেষে তাঁর নামে একটি কার্ড অনুমোদন করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কার্ডটি সংগ্রহ করেন গৈলা মডেল ইউনিয়ন পরিষদের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য রোজিনা বেগম। শেফালী বেগমের অভিযোগ, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর কার্ডে স্বাক্ষর দিয়ে দুই মাসের ৬০ কেজি চাল তুলে নিয়েছেন ইউপি সদস্য। বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর কাছে গেলে প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। পরে চাল ফেরত দেওয়ার কথা জানান ইউপি সদস্য রোজিনা বেগম। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্ত ইউপি সদস্যের বিচার দাবি করেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্বামীহারা শেফালী দুই মেয়েকে বাবার বাড়িতে রেখে ঢাকায় দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। এমন একজন অসহায় নারীর বরাদ্দের চাল আত্মসাতের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অভিযোগের বিষয়ে ইউপি সদস্য রোজিনা বেগম বলেন, 'শেফালী বেগম ঢাকায় থাকায় তাঁর কার্ডের চাল আগে যিনি পেতেন, দক্ষিণ শিহিপাশা গ্রামের এমন এক অসহায় নারীকে দেওয়া হয়েছে। এখন শেফালী এলাকায় এসেছেন। তাঁকে তাঁর বরাদ্দের চাল ফেরত দেওয়া হবে। বিষয়টি ভুল হয়েছে।' এ বিষয়ে আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিরুপম মজুমদার বলেন, একজনের নামে বরাদ্দ করা কার্ডের চাল অন্য কারও তুলে নেওয়ার সুযোগ নেই। ইউপি সদস্য রোজিনা বেগমের বিষয়ে তদন্ত করে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নেছারাবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে

মাওলানা মো. আরিফ বিল্লাহ ছিদ্দিকী এবং বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মো. আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। সম্মেলনে বক্তারা দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওলামা-মাশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও দ্বীনি খেদমত চালিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আপনার সন্তানটি মানুষ

এমন নয়। অনেকেই আছে শুধুই ভালো ছাত্র হবে। শুধুই সব পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করবে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তার কোনো অবদান থাকবে। সমাজে সাথে থাকবে তার কোনো যোগাযোগ। হয়তো বড়ো বড়ো টেবিল দখল করে ঘুষ, দুর্নীতির আশ্রয় নেবে। তবে অবশ্যই অধিকাংশ মেধাবী নিশ্চয় দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। আর মানুষের কল্যাণে কাজ করা আর মানুষ হওয়ার জন্য ভালো ফলাফলের দরকার হবে না। দরকার হবে মনুষ্যত্বের। আমি দেখেছি আমার অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসে যাকে বকা দিয়েছি, পরীক্ষায় যারা ভালো করতো না, তারাই এখন রাস্তায় দেখা হলে বিনম্রভাবে সালাম দেয়, গাড়িতে গুরুজন দাঁড়িয়ে থাকলে আসন ছেড়ে দেয়। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ায়। আর জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলে-মেয়েরা অনেক বড়ো হয়েছে, কিন্তু তাদের বেশির ভাগের থেকেই এমন বিনম্রতা ও মানবতা পাই না।

পথিক মোস্তফা, শিক্ষক

দুর্যোগ মোকাবিলা বাঁধ ধসে

দপ্তরগুলোর পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে প্রকল্পের জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সূত্র জানায়, উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের খাকদোন নদীতীরবর্তী পোটকাখালী আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের সুরক্ষায় ৬৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বাস্তবে ৬২৮ মিটার নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাদের দাবি, দূর থেকে মাটি আনার পরিবর্তে পাশের খাল খনন করে ভেকু দিয়ে মাটি তোলা হয়েছে। এতে ভিত্তি দুর্বল হয়ে বাঁধ ও গাইড ওয়ালের একাংশ খালে ধসে পড়েছে। বাসিন্দা আল-আমিন বলেন, গাইড ওয়াল ভালোভাবে নির্মাণ করা হলে ধসে পড়ত না। নরম মাটি ব্যবহার করায় বাঁধটি টেকসই হয়নি। মো. নান্নুর অভিযোগ, ঠিকাদারের কাজ তদারকির দায়িত্ব জাগোনারীর থাকলেও তারা তা করেনি। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে ঘরবাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাসিন্দা নাসিমা। তার ভাষ্য, খালের মুখে বাঁধ দিয়ে মাটি তোলার পর পানি নামার পথ বন্ধ হয়েছে। সেখানে ড্রেন নির্মাণ করা দরকার ছিল। ঢলুয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মো. মনিরুজ্জামান বাবুল মোল্লা বলেন, বরাদ্দের টাকা দিয়ে এ ধরনের তিনটি বাঁধ নির্মাণ সম্ভব ছিল বলে তিনি মনে করেন। অর্থ ব্যয়ের তদন্ত দাবি করেন তিনি। অভিযোগ অস্বীকার করে জাগোনারীর প্রধান নির্বাহী হোসেন-আরা হাসি বলেন, কাজটি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে হয়েছে। টাকা সরাসরি পরিষদে দেওয়া হয়েছে। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বাধীন কমিটিতে এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাও ছিলেন। তাদের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিল পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকৌশলগত মান যাচাইয়ের দায়িত্ব প্রকৌশলীদের। তার দাবি, কাজের মান ভালো ছিল। ঠিকাদার মোস্তফা জামান মিল্টন বলেন, নকশায় বাঁধের ঢাল ১:৩-এর পরিবর্তে ১:২ দেওয়ায় বৃষ্টির পানি ঢুকে অংশবিশেষ ধসে গেছে। বর্ষা শেষে মেরামত করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, তিনি শুধু টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছেন। কাজের মান যাচাই বা পরিদর্শনে যুক্ত ছিলেন না। দায় জাগোনারীর। এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান বলেন, প্রাক্কলন তৈরিতে উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর যুক্ত থাকলেও বাস্তবায়নে তাদের কেউ ছিলেন না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন, তাদের কারিগরি সহায়তা নেওয়া হয়নি। ঢলুয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. জিয়া মোল্লার দাবি, কাজ পুরোপুরি জাগোনারী করেছে; পরিষদ শুধু টাকা লেনদেন করেছে। তবে পরিষদের প্রশাসক মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেন, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল জাগোনারী। পরিষদ শুধু বিল ছাড় করেছে। ২০০৭ সালের সিডরে সারাদেশে ৩ হাজার ৩৬৩ জনের মৃত্যু হয়। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের রেমালে বাংলাদেশে প্রায় ৪৬ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। উপকূলীয় দুর্যোগঝুঁকির মধ্যে নির্মিত পোটকাখালীর বাঁধ দ্রুত ধসে পড়ায় বাসিন্দারা নতুন করে নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন।

কুয়াকাটায় ঘুষ গ্রহণের সময়

হাতেনাতে ধরে ফেলে। অভিযুক্ত শাহাব উদ্দিন ৩৮তম বিসিএসের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা এবং বর্তমানে বরিশালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত। অভিযোগ রয়েছে, গত দুই বছর ধরে তিনি সরকারি নিয়ম ভেঙে গোপনে হোটেলের তথ্য সংগ্রহ করে নোটিশ পাঠাতেন এবং ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করতেন। টাকা না দিলে ভুয়া মামলার ভয় দেখানো হতো। ঘটনার দিন ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন হোটেলে গিয়ে লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলে টাকা আদায় শুরু করেন। একপর্যায়ে সাউথ স্টার ও সি-লেভেলসহ একাধিক হোটেল থেকে আদায় করা ৩৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে সমিতির সদস্যরা তাকে আটক করেন। পরবর্তীতে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার হওয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেন। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানায়, লাইসেন্স নবায়নের সরকারি ফি সর্বোচ্চ ১,৫০০ টাকা এবং ক্যাশ টাকা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এইচএসসিতে ভরাডুবি, সকলকে

হার ৫৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন তিনজন। বড়ইয়া ডিগ্রি কলেজে ২৮৯ জনের মধ্যে পাস করেছেন ৮৯ জন, পাসের হার ২৭ শতাংশ। রাজাপুর সরকারি কলেজে ১৬৪ জনের মধ্যে পাস করেছেন ৪২ জন, পাসের হার ২৫ শতাংশ। আর আব্দুল মালেক ডিগ্রি কলেজে ৯৫ জনের মধ্যে পাস করেছেন মাত্র ১৮ জন, পাসের হার ১৯ শতাংশ। ফলাফলের এই চিত্রকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার নাজুক পরিস্থিতির প্রতিফলন উল্লেখ করে এমপি জামাল বলেন, শিক্ষার্থীরা কেন পিছিয়ে পড়ছে, তা খুঁজে বের করার সময় এসেছে। এ ব্যর্থতার দায় শিক্ষক, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবক সমাজ কেউই এড়াতে পারেন না। তিনি বলেন, নিয়মিত ক্লাসের অভাব, তদারকিতে দুর্বলতা এবং দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য শিক্ষার্থীদের এমন ফলাফলের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ ও মান নিয়ে কোনো অবহেলা বরদাশত করা হবে না।

পূর্ব শত্রুতার জেরে পাওনা

আগে নিজের ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফের বিদেশ যাওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে ২ লাখ ৩ হাজার টাকা ধার নেন। তবে এক বছর পেরিয়ে গেলেও ওই টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। আব্দুর রশিদের দাবি, পরবর্তী সময়ে মহিউদ্দিনের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে তামান্নার সঙ্গে তাঁর নাতি রাজিবের নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মহিউদ্দিন মেনে না নেওয়ায় আব্দুর রশিদসহ তাঁর পরিবারের পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগ অনুযায়ী, তামান্নার বয়স কম হওয়ায় তাঁকে বাবার বাড়িতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে সেখানে মা-বাবার সঙ্গে বিরোধের একপর্যায়ে প্রশাসনের মাধ্যমে তাকে সেফ কাস্টডিতে নেওয়া হয়। বর্তমানে সে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্যে জানা গেছে। আব্দুর রশিদের দাবি, এ বিরোধ নিয়ে স্থানীয়ভাবে দুই দফা সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে মহিউদ্দিন মামলা তুলে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে তিনি জানান। তবে এখনো মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। তাঁর অভিযোগ, পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসায় মামলা প্রত্যাহারে গড়িমসি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মহিউদ্দিনের ফুফু সুফিয়া বেগম বলেন, মহিউদ্দিন আব্দুর রশিদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, তবে এখনো তা ফেরত দেননি এবং মামলাও তুলে নেননি। অন্যদিকে মহিউদ্দিনের মা বলেন, তামান্না রশিদের নাতির হাত ধরে বাড়ি থেকে চলে গেছে এবং বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। রশিদ টাকা পেয়ে থাকলে স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করা হলে তাঁরা তা মেনে নেবেন। এ বিষয়ে বোরহানউদ্দিন থানার তদন্ত কর্মকর্তা বলেন,মামলাটি চলমান রয়েছে।তবে স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা গেলে ভালো হবে। আব্দুর রশিদ গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে মামলার ঘটনা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত,হয়রানির অভিযোগের প্রতিকার এবং তাঁর পাওনা ২ লাখ ৩ হাজার টাকা ফেরত পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিএনপি নেতাকে মারধর করে টাকা

কর্মকর্তা (ওসি) তাকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। অভিযুক্ত রাকিব হাওলাদার মুঠোফোনে মারধর ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমরা ড্রেজারের পাইপলাইন টানছিলাম। এ সময় খলিল জোমাদ্দার বাধা দেন। এ কারণে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল এবং বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সন্ধ্যা নদীতে উৎসবমুখর

নিরাপত্তাব্যবস্থা। নদীতে পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি ১০টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী দল দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত রাখা হয় মেডিকেল টিম ও একাধিক অ্যাম্বুলেন্স। ফলে পুরো আয়োজনজুড়ে ছিল কঠোর নিরাপত্তা বলয়। আয়োজক সূত্র জানায়, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরার লক্ষ্যেই দ্বিতীয়বারের মতো এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বেসরকারি সংস্থা 'আবাস' সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) খলিল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের পুলিশ সুপার এ. জেড. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক আসমা ফেরদৌসী এবং 'আবাস'-এর নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলী সুজা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উজিরপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক) রোকনুজ্জামান টুলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সর্দার সিদ্দিকুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আ. ফ. ম. সামসুদ্দোহা আজাদসহ স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। দুপুর গড়ায়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা নদীর দুই তীর জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ওপর নির্মিত মেজর এম এ জলিল সেতুতে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় জমে। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ নৌকা বাইচ উপভোগ করায় মহাসড়কে যানবাহন চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় শিকারপুর শেরেবাংলা ডিগ্রি কলেজসংলগ্ন সন্ধ্যা নদী থেকে প্রথম রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। চারটি নৌকা নিয়ে শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতা মেজর এম এ জলিল সেতু এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরবর্তী রাউন্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে দুই রাউন্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী নৌকাগুলো নিয়ে পুনরায় ফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই চূড়ান্তভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগী নির্ধারণ করা হয়। পরে বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার গ্রহণের সময় বিজয়ী দলের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। উজিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ রকিবুল ইসলামের নির্দেশনায় পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করেন। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে এ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা শেষ হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলী সুজা বলেন, গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এ আয়োজন। এর আগে গত বছরের ৩১ আগস্ট সন্ধ্যা নদীতে প্রথমবারের মতো নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এবার দ্বিতীয়বারের মতো এ আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

দেশে গাঁজা সেবনকারী ৬০ লাখ

১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম মাদক গ্রহণ করেন। প্রথম মাদক গ্রহণের গড় বয়স ২০ বছর। ২০২৫ সালের জুনে প্রকাশিত গবেষণাটিতে উঠে এসেছে, দেশে মাদক সেবনের ব্যাপকতা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসেবার আওতায় আনার ক্ষেত্রেও বড় ঘাটতি রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ডিএনসির অর্থায়নে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ও রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেডের (আরএমসিএল) যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এ গবেষণার শিরোনাম 'এস্টিমেশন অব দ্য নাম্বার অ্যান্ড ক্যাটাগরি অব পারসন্স অ্যাবিউজিং ড্রাগস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস: এ নেশনওয়াইড স্টাডি ইন বাংলাদেশ'। গবেষণায় নেটওয়ার্ক স্কেল-আপ মেথড (এনএসইউএম) ও সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেশের আটটি বিভাগের ১৩টি জেলা ও ২৬টি উপজেলা থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার ফলাফল দেশে মাদক সেবনের বিস্তার, তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসেবার সীমিত আওতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে। গবেষণায় দেখা যায়, দেশে প্রায় ৬০ লাখ ৭৯ হাজার মানুষ গাঁজা সেবন করেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইয়াবা। এ মাদক সেবনকারীর আনুমানিক সংখ্যা ২২ লাখ ৯২ হাজার। এ ছাড়া প্রায় ২০ লাখ ২০ হাজার মানুষ অ্যালকোহল এবং ৩ লাখ ৩৯ হাজার মানুষ কোডিনযুক্ত ওষুধ বা ফেনসিডিলজাতীয় মাদক সেবন করেন। গবেষণায় হেরোইন সেবনকারীর সংখ্যা ৩ লাখ ২২ হাজার এবং ঘুমের ওষুধ অনিয়ন্ত্রিতভাবে সেবনকারীর সংখ্যা ৩ লাখ ৫ হাজার। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৯ হাজার। এ ছাড়া আইস ও এলএসডির মতো সিন্থেটিক মাদকের ব্যবহারও শনাক্ত হয়েছে। গত কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইস ও এলএসডি ব্যবহারের হার বেড়েছে। বিভাগভিত্তিক হিসাবে মাদক সেবনের প্রাদুর্ভাবের হার সবচেয়ে বেশি ময়মনসিংহে, ৬ দশমিক ২ শতাংশ। প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে রংপুর, ৬ শতাংশ। চট্টগ্রাম বিভাগে এ হার ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ। অন্যদিকে, রাজশাহী বিভাগে সর্বনিম্ন ২ দশমিক ৭২ শতাংশ। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যার হিসাবে জনসংখ্যার আকারের কারণে এগিয়ে রয়েছে ঢাকা বিভাগ। সেখানে মাদক সেবনকারীর আনুমানিক সংখ্যা ২২ লাখ ৮০ হাজার। চট্টগ্রাম বিভাগে এ সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ ৮০ হাজার। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরাঞ্চলে মাদকসেবনের হার কিছুটা বেশি। শহরে এ হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, গ্রামে ৪ দশমিক ৭২ শতাংশ। গবেষণায় অংশ নেওয়া মাদক সেবনকারীদের ৯৯ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ নারী। তাদের ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ বিবাহিত। পেশাভিত্তিক হিসাবে ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ দিনমজুর, ১৫ দশমিক ১ শতাংশ পরিবহনশ্রমিক, ১০ দশমিক ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী, ৮ দশমিক ৬ শতাংশ দরজি, হকার ও নাপিত এবং ৬ দশমিক ৯ শতাংশ বেকার। মাদক সেবনকারীদের পরিবারের গড় মাসিক আয় ২১ হাজার ২৩১ টাকা। আর মাদক কেনার পেছনে তারা প্রতিদিন গড়ে ২১৭ টাকা ব্যয় করেন। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৮৮ দশমিক ৬ শতাংশ মাদক সেবনকারী জানিয়েছেন, স্থানীয় মাদক বিক্রেতা ও বন্ধুদের মাধ্যমে সহজেই মাদক পাওয়া যায়। সমবয়সীদের প্রভাব, কৌতূহল, অর্থনৈতিক হতাশা, প্রেমজনিত টানাপোড়েন ও মানসিক বিপর্যয়কে প্রথম মাদক গ্রহণের পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে

বাবা-মায়ের দোয়া গার্মেন্টস, যার স্বত্বাধিকারী মো. মিলন হাওলাদার এবং সুমাইয়া কসমেটিকস, যার স্বত্বাধিকারী মো. নুরুল আলম। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে বাহার লাইব্রেরি থেকে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশাপাশি থাকা দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে। আগুনের ধোঁয়া ও মানুষের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে আমতলী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে আগুনের তীব্রতা ও দ্রুত বিস্তারের কারণে দোকানগুলোর অধিকাংশ মালামাল রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী চপল চন্দ্র ঘরামী বলেন, সকালে মানুষের ডাকাডাকি শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন, বাহার লাইব্রেরি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাবা-মায়ের দোয়া গার্মেন্টসের মালিক মো. মিলন হাওলাদার বলেন, সকাল আনুমানিক ৭টা ৪৫ মিনিটে এক ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে বাহার লাইব্রেরিতে আগুন লাগার খবর জানান। খবর পেয়ে তালতলার বাসা থেকে দ্রুত দোকানে এসে দেখেন, তাঁর দোকানেও আগুন জ্বলছে। তিনি বলেন, ব্যবসা পরিচালনার জন্য ধারদেনা, ঋণ এবং জমি বন্ধক রেখে পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু আগুনে সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রায় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এখন প্রশাসন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। বাহার লাইব্রেরির পরিচালক মো. ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, সকালে লাইব্রেরি খুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করে চা পান করতে সামনের একটি দোকানে যান। এর মধ্যেই লাইব্রেরিতে আগুন লাগার খবর পান। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ততক্ষণে লাইব্রেরির সবকিছু পুড়ে যায়। এতে তাঁদের প্রায় ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা। তিনি আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তাই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্?ঘাটনে প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ ও গুরুত্বের সঙ্গে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। আমতলী উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার মো. মাহবুব আলম বলেন, শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টা ২০ মিনিটের প্রচেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বাহার লাইব্রেরির বৈদ্যুতিক কাটআউটে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসান মো. হাফিজুর রহমান বলেন, সকালে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েছেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে আকস্মিক এই অগ্নিকাণ্ডে তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অনেকেই ঋণ, ধারদেনা ও জমি বন্ধক রেখে ব্যবসার পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন। এক মুহূর্তের আগুনে তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নতুন করে ব্যবসা শুরু করার মতো আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানোর আশঙ্কা করছেন তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা তাঁদের পুনর্বাসনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জরুরি আর্থিক সহায়তা কামনা করেছেন। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে সুষ্ঠু তদন্ত এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সচেতন মহল।

বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহে ঝুঁকিতে অন্তঃসত্ত্বা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: ১. বিশ্বজুড়ে বাড়ছে তাপপ্রবাহের ভয়াবহতা- গত সাড়ে ছয় দশকে তাপপ্রবাহের ধরন ও ব্যাপ্তিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। আগে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা দেওয়া তাপপ্রবাহ এখন কখনো কখনো মাস কিংবা বছরজুড়ে স্থায়ী হচ্ছে। এ ধরনের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহকে রয়টার্স 'হিট স্টর্ম' হিসেবে অভিহিত করেছে। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রয়টার্স তাপপ্রবাহের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। সংস্থাটির সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো এলাকায় টানা পাঁচ দিন ঐতিহাসিক তাপমাত্রার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের মধ্যে তাপমাত্রা থাকলে সেটিকে তাপপ্রবাহ বলা হবে। আর কোনো তাপপ্রবাহ সর্বোচ্চ বিস্তারের সময় পৃথিবীর অন্তত ১ শতাংশ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লে সেটিকে বলা হচ্ছে হিট স্টর্ম। ১৯৬০ সাল থেকে প্রতিদিনের প্রতি ঘণ্টার তাপমাত্রার তথ্য বিশ্লেষণ করে রয়টার্স জানিয়েছে, ১৯৬০-এর দশকে এমন হিট স্টর্মের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি। অথচ চলতি দশকেই এ সংখ্যা ৬৬৫ ছাড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় একটি হিট স্টর্ম প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়ে পৃথিবীর প্রায় ৮৫ শতাংশ এলাকা অতিক্রম করেছিল। ২. অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য তাপপ্রবাহ বেশি বিপজ্জনক- বিভিন্ন চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণায় দেখা গেছে, তীব্র গরমের সঙ্গে গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ, জন্মগত ত্রুটি, গর্ভপাত ও মৃত সন্তান প্রসবের ঝুঁকি বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। গবেষকদের মতে, শুধু নির্দিষ্ট তাপমাত্রাই বিপদের কারণ নয়; একজন নারী যে তাপমাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত, তার চেয়ে বেশি তাপমাত্রাও ক্ষতিকর হতে পারে। স্বাভাবিক অভ্যস্ত তাপমাত্রার চেয়ে প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১ দশমিক ৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) তাপমাত্রা বৃদ্ধি গর্ভাবস্থার জটিলতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। সবচেয়ে স্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া গেছে অপরিণত সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে। মেক্সিকোর লাখ লাখ জন্মের তথ্য বিশ্লেষণ করে রয়টার্স দেখেছে, গর্ভাবস্থার শেষ মাসে তাপপ্রবাহের সংস্পর্শ যত বাড়ে, অপরিণত সন্তান জন্মের হারও তত বাড়ে। ৩. তাপপ্রবাহের ঝুঁকি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়- বিশ্বের বিভিন্ন জলবায়ু ও ভৌগোলিক অঞ্চলে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য তাপপ্রবাহ ঝুঁকি তৈরি করছে। মেক্সিকোর মরুভূমি, আর্দ্র জঙ্গল ও নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি অঞ্চল, সব জায়গাতেই তাপপ্রবাহের সঙ্গে অপরিণত সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধির সম্পর্ক পাওয়া গেছে। চীন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রেও গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত জটিলতার প্রমাণ পেয়েছেন গবেষকেরা। অর্থাৎ এই ঝুঁকি কোনো একটি দেশ বা জলবায়ুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ৪. কীভাবে ক্ষতি করে তাপপ্রবাহ, তা নিয়ে গবেষণা চলছে- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গর্ভাবস্থায় ঠিক কীভাবে জটিলতা তৈরি হয়, তা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ নিয়ে গবেষণা করছেন। গবেষকদের ধারণা, অতিরিক্ত গরমে মায়ের শরীর নিজেকে ঠান্ডা রাখতে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল থেকে রক্তপ্রবাহ শরীরের অন্য অংশে সরিয়ে নিতে পারে। এতে গর্ভের শিশুর প্রয়োজনীয় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার অতিরিক্ত তাপমাত্রায় ভ্রূণের হৃদ্?যন্ত্রের ওপর চাপও বাড়তে পারে। তাপের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্যকর্মীরা নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি পর্যন্ত কোথাও বড় কিনারাযুক্ত টুপি, কোথাও ভবনের ছাদ সাদা রঙ করা এবং কোথাও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের সুরক্ষার চেষ্টা চলছে। ৫. বিশেষজ্ঞরাও তাপপ্রবাহের ঝুঁকির বাইরে নন- গর্ভাবস্থায় তাপপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে গবেষণাকারী চিকিৎসক দর্শনিকা লাখুও নিজেই এর শিকার হয়েছেন। তিনি ২০২৪ সালে চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী 'নেচার মেডিসিন'-এ প্রকাশিত একটি পর্যালোচনা গবেষণার সহলেখক ছিলেন। সেখানে গর্ভাবস্থায় তাপপ্রবাহের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়। গবেষণাপত্রটি লেখার সময় নিজেও তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে যমজ সন্তান নিয়ে গর্ভবতী ছিলেন লাখু। যমজ সন্তান ধারণের কারণে এমনিতেই অপরিণত জন্মসহ বিভিন্ন জটিলতার ঝুঁকি থাকে। এর সঙ্গে তাপপ্রবাহের প্রভাব যুক্ত হয়ে তাঁর গর্ভাবস্থায় তিনটি গুরুতর জটিলতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের ছয় সপ্তাহ আগেই সন্তান জন্ম দিতে হয় তাকে। লাখু রয়টার্সকে বলেন, 'উষ্ণ হয়ে ওঠা পৃথিবীতে কেউই নিরাপদ থাকবে না। বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা নারীরা।' রয়টার্সের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, তাপপ্রবাহ এখন শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের জন্যও বড় ঝুঁকি হয়ে উঠছে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে অতিরিক্ত গরমের প্রভাব অপরিণত সন্তান জন্মের আশঙ্কা বাড়াতে পারে। তবে এই ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর সুরক্ষাব্যবস্থা এবং তাপপ্রবাহের সময় অন্তঃসত্ত্বা নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এখন গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানীরা এর কারণ ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি ইরানের

জানিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের সঙ্গে এক বৈঠকে খামেনি বলেন, শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মোকাবিলার জন্য সামরিক বাহিনীকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। তার মতে, সর্বোচ্চ প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত এটি। খামেনি বলেন, শত্রুরা যদি আবারও সামরিক বা সন্ত্রাসী হামলা চালায়, তাহলে কখন এবং কী শর্তে সেই সংঘাতের অবসান হবে, তা নির্ধারণ করবে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী ও ইরানের জনগণ। তেহরান থেকে আল-জাজিরার প্রতিবেদক রেসুল সারদার আতাস জানান, জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর খামেনি সেনাবাহিনীর যুদ্ধের প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল নতুন করে হামলা চালালে ইরান দ্রুত, শক্তিশালী ও কার্যকর জবাব দেবে। সেই জবাবের পরিধি কোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আটকে থাকবে না। ইরানের কর্মকর্তারা এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছেন, নতুন করে যুদ্ধ শুরু হলে আগের দফাগুলোর তুলনায় আরও বিস্তৃত এলাকায় হামলা চালাতে পারে তেহরান। খামেনি আরও বলেছেন, যুদ্ধ আবার শুরু হলে কখন এবং কী শর্তে তা শেষ হবে, সেটি ইরানই নির্ধারণ করবে। প্রতিবেদকের মতে, এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তেহরান কূটনৈতিক আলোচনার শর্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থান জোরালো করার বার্তা দিয়েছে। খামেনি চলমান উত্তেজনাকে ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া ইরান-ইরাক যুদ্ধের ধারাবাহিকতা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায়, সেই সময়ের শত্রু ও হুমকিগুলো এখনো রয়ে গেছে। বৈঠকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেন তিনি। বিশেষ করে বাসিজ বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ইরানের এই আধাসামরিক বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল-জাজিরার প্রতিবেদকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ইরান শুধু বাইরের শত্রুর সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার প্রস্তুতিই নিচ্ছে না; দেশের ভেতরের বিরোধী শক্তি বা হুমকি মোকাবিলার পরিকল্পনাও করছে। অর্থাৎ, সম্ভাব্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকেও গুরুত্ব দিচ্ছে তেহরান।

বঙ্গোপসাগরে ফের শক্তিশালী হচ্ছে

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এরপর পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২ নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হলে এর নাম হবে 'মুরাসু'। তামিল ভাষায় মুরাসু শব্দের অর্থ ঢোল। এ নামটি প্রস্তাব করেছে ভারত। ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। অন্ধ্র প্রদেশ উপকূলে আগামী মঙ্গলবার সকালে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছেন আইএমডির মহাপরিচালক মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। তবে ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের তুলনায় নতুন ঘূর্ণিঝড়টি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হতে পারে। এর আগে, গত ২৮ অক্টোবর অন্ধ্র প্রদেশ ও উড়িষ্যা উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব। সে সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ২ নভেম্বর অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং পুদুচেরির ইয়ানামে বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ৩ নভেম্বর এসব এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এ ছাড়া অন্ধ্র প্রদেশের রায়ালসীমা অঞ্চলে ২ ও ৩ নভেম্বর অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উড়িষ্যার উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ৩ ও ৪ নভেম্বর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ১ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ২ নভেম্বর বিকেল নাগাদ অন্ধ্র উপকূলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৫ থেকে ৭৫ কিলোমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। ২ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৩ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার থাকতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার। অন্যদিকে দক্ষিণ উড়িষ্যা উপকূলে ২ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হতে পারে। ৩ নভেম্বর ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। ৪ নভেম্বর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিন সকালে বাতাসের গতিবেগ কমে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটারে নেমে আসতে পারে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ লাখ

হবে। এসব সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে ডিজিটাল সেবা, ব্যবসা ও অর্থায়ন, ইংরেজি ও কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা- এ চার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সেন্টারটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত তৈরি, চাকরির সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি ও ইন্টার্নশিপের সুযোগ তৈরিতেও সহায়তা করা হবে। নারী স্নাতকদের কর্মসংস্থানের জন্য থাকবে পৃথক সহায়তা ডেস্ক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। বায়োটেডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ শওগাতুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন, রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ আল-হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কের পরিচালক রাজ বিন কাসেম এবং জেনএক্স হেলথের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুনিয়া আমিন উপস্থিত ছিলেন।

ভোলায় এইচএসসিতে পাসের

পিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা ও পটুয়াখালী। অন্যদিকে বোর্ডের ছয় জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম পাসের হার ঝালকাঠিতে, ৩৭ দশমিক ০৯ শতাংশ। এবারের ফলাফলে জিপিএ-৫ অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে থাকার চিত্রও দেখা গেছে। জেলায় সর্বোচ্চ গ্রেড পাওয়া ৭৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬০ জন ছাত্রী এবং ১৯ জন ছাত্র। এদিকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফলেও হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত শূন্য পাসের হারের তালিকায় ভোলার তিনটি কলেজের নাম রয়েছে। এর মধ্যে চরফ্যাশনের চরম্যানিকা জালাল আহমেদ কলেজ থেকে তিনজন, লালমোহনের রামাগঞ্জ সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চারজন এবং ভোলা সদরের মেদুয়া কলেজ থেকে পাঁচজন পরীক্ষায় অংশ নিলেও কেউ পাস করতে পারেননি। সব মিলিয়ে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ভোলায় একদিকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি উদ্বেগ তৈরি করেছে। জেলার সার্বিক পাসের হার বাড়াতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি, পাঠদানের মান এবং বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

এইচএসসিতেও নবনীর প্রত্যাশিত

পরীক্ষায়ও জিপিএ ৫ পেয়েছে। নবনীর এই কৃতিত্বে দৈনিক কীর্তনখোলা পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, দোয়া ও অভিনন্দন। উল্লেখ্য, নৈপুণ্য মিজান নবনী বাকেরগঞ্জের স্বনামখ্যাত স্কুল শিক্ষক মো: মিজানুর রহমান ও লাভলী ইয়াসমিন দম্পতির ছোটো মেয়ে এবং দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিতা মোস্তফার ছোটো বোন।

বঙ্গোপসাগরে ফের শক্তিশালী হচ্ছে নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বঙ্গোপসাগরে নতুন একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর (আইএমডি) জানিয়েছে ৩ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ০১ নভেম্বর ২০২৬ ॥ ১৬ কার্তিক ১৪৩৩

সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি ইরানের তাৎক্ষণিক জবাবের নির্দেশ খামেনির

কীর্তনখোলা ডেস্ক

যেকোনো সম্ভাব্য শত্রু হুমকির জবাবে 'ভৌগোলিক সীমা ছাড়াই তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পাল্টা ব্যবস্থা' নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা এ তথ্য ৩ এর পাতায় দেখুন

সন্ধ্যা নদীতে উৎসবমুখর বর্ণাঢ্য নৌকা বাইচ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

দক্ষিণাঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচকে ঘিরে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে বরিশালের উজিরপুরে। উপজেলার সন্ধ্যা নদীতে জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বর্ণাঢ্য নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন উপভোগ করতে নদীর দুই তীর, সেতু ও আশপাশের এলাকায় লাখো মানুষের ঢল নামে। পুরো উজিরপুর পরিণত হয় এক বিশাল মিলনমেলায়। নৌকা বাইচ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মেজর এম এ জলিল সেতু বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। সেতুর পশ্চিম প্রান্তে নির্মাণ করা হয় বিশাল মঞ্চ। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগমকে কেন্দ্র করে নেওয়া হয় ব্যাপক ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতাকে মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ ছাত্রদল কর্মীর বিরুদ্ধে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর দুমকিতে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. খলিল জোমাদ্দারকে (৫৬) মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠেছে ছাত্রদল কর্মীদের বিরুদ্ধে। শনিবার উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের তালতলী বাজারে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী দুমকি উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খলিল জোমাদ্দারের অভিযোগ শুক্রবার তালতলী বাজারে গেলে ছাত্রদলের ইমরান, রাকিব হাওলাদারসহ সাত-আটজন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তার পকেটে থাকা ২১ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। খলিল জোমাদ্দার বলেন, ঘটনার পর স্থানীয়দের সহায়তায় দুমকি থানায় গেলে ভারপ্রাপ্ত ৩ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব শত্রুতার জেরে পাওনা টাকা ফেরত না দেয়ার বাহানা

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার টবগী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ফরাজী বাড়িতে পাওনা টাকা আদায় ও পারিবারিক মামলা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। পাওনা ২ লাখ ৩ হাজার টাকা ফেরত না দেওয়া এবং মামলা তুলে না নেওয়ার অভিযোগ করেছেন আব্দুর রশিদ নামের এক ব্যক্তি। অভিযোগকারী আব্দুর রশিদ মৃত হানিফ ফরাজীর ছেলে। তাঁর অভিযোগ, একই বাড়ির মৃত ইউনুস ফরাজীর ছেলে মহিউদ্দিন প্রায় এক বছর ৩ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসিতে ভরাডুবি সকলকে দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ এমপি জামালের

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনের অধিকাংশ কলেজে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ে গভীর উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম জামাল। শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শনিবার (৩১ অক্টোবর) প্রকাশিত এক সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তিতে তিনি এসব কথা বলেন। গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফলাফল অনুযায়ী, কাঁঠালিয়া উপজেলার মনস্বিতা মহিলা ডিগ্রি কলেজে ৭৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ৪৬ জন। পাসের হার ৬২.১৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন একজন। আমুয়া শহীদ রাজা ডিগ্রি কলেজে ২৩১ জনের মধ্যে পাস করেছেন ১১৭ জন, পাসের হার ৫০.৬৫ শতাংশ। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সরকারি কলেজে ২২৪ জনের মধ্যে পাস করেছেন ১১০ জন, পাসের হার ৪৯ শতাংশ। এ কলেজেও জিপিএ-৫ পেয়েছেন একজন। পশ্চিম ছিটকী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে ২৫ জনের মধ্যে পাস করেছেন ১২ জন। রাজাপুর উপজেলার আলহাজ লালমোন হামিদ মহিলা ডিগ্রি কলেজে ২১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ১২১ জন, পাসের ৩ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহে ঝুঁকিতে অন্তঃসত্ত্বা মা ও শিশু, বাড়ছে অপরিণত জন্ম

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহের তীব্রতা, বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব বাড়ছে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে অন্তঃসত্ত্বা নারী ও গর্ভের শিশুর ওপর। দীর্ঘস্থায়ী তীব্র তাপপ্রবাহে মায়ের শারীরিক জটিলতা বাড়ার পাশাপাশি শিশুর কম ওজন, অপরিণত জন্ম এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক অনুসন্ধানে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রয়টার্সের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেক্সিকোতে গর্ভাবস্থার শেষ মাসে তীব্র তাপপ্রবাহ বা হিট স্টর্মের মুখে পড়লে অপরিণত সন্তান জন্মের হার সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এ বিশ্লেষণে দেশটির ৮০ লাখের বেশি শিশুর জন্মসংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। রয়টার্সের অনুসন্ধানে উঠে আসা পাঁচটি ৩ এর পাতায় দেখুন

দেশে গাঁজা সেবনকারী ৬০ লাখ ৭৯ হাজার, ইয়াবা প্রায় ২৩ লাখ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশে অবৈধ মাদক সেবনকারীর সংখ্যা ৮১ লাখ ৯৪ হাজার ৬৫১ জন। তাদের মধ্যে ৮৬ দশমিক ৮ শতাংশ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা বা পুনর্বাসনসেবার আওতায় আসেননি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) অর্থায়নে পরিচালিত এক জাতীয় গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণার তথ্য বলছে, মাদক সেবনকারীদের বড় অংশ তরুণ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সদস্য। দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাদক গাঁজা, এরপর রয়েছে ইয়াবা। গবেষণা অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ অবৈধ মাদক সেবনের সঙ্গে জড়িত। মাদক সেবনকারীদের গড় বয়স ৩১ বছর। তাদের মধ্যে ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের হার ৪৭ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ৫৯ দশমিক ২ শতাংশ মাদক সেবনকারী ৩ এর পাতায় দেখুন

কুয়াকাটায় ঘুষ গ্রহণের সময় হাতেনাতে আটক শ্রম পরিদর্শক

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় আবাসিক হোটেলের লাইসেন্স নবায়ন ও প্রদানের নামে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে শ্রম পরিদর্শক মো. শাহাব উদ্দিনকে হাতেনাতে আটক করেছে হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে উদ্ধারকৃত টাকা ভুক্তভোগী হোটেল কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেন। পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় আবাসিক হোটেলগুলোর লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ভয় দেখিয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে শ্রম পরিদর্শক মো. শাহাব উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। কুয়াকাটার হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ তাকে ৩ এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ মোকাবিলা বাঁধ ধসে গেলো নির্মাণের দুই মাসে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরগুনা সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বেড়িবাঁধ দুই মাসের মাথায় ধসে পড়েছে। বাঁধের সঙ্গে ভেঙেছে গাইড ওয়ালের একাংশ। নির্মাণে খালের মাটি ব্যবহার, নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম বাঁধ নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখায় এটি ধসে গেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। প্রকল্পের নথিপত্র, স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। নির্মাণ ও তদারকির দায়িত্ব নিয়ে জাগোনারী, ঠিকাদার এবং সরকারি ৩ এর পাতায় দেখুন

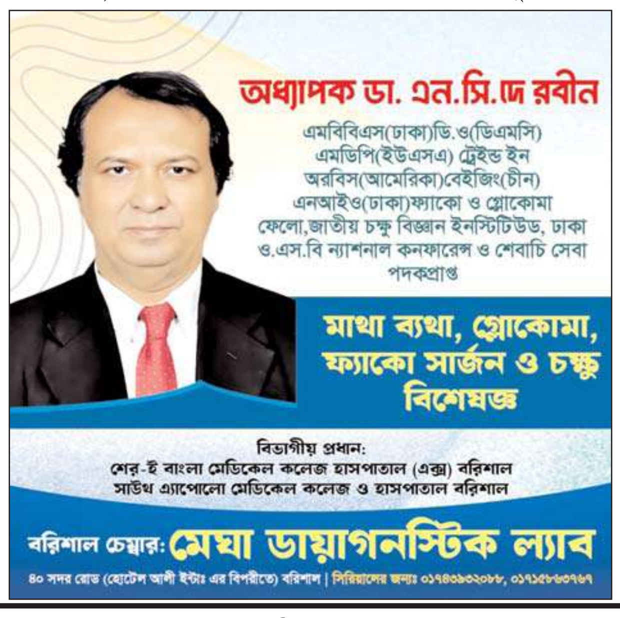

ভোলায় এইচএসসিতে পাসের হার ৩৯.৫৪ শতাংশ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ভোলায় ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৩৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ৬০ দশমিক ৪৬ শতাংশই অকৃতকার্য হয়েছেন। তবে পাসের হার কম হলেও গত বছরের তুলনায় জেলায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এবার ৭৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬০ জন ছাত্রী ও ১৯ জন ছাত্র। শনিবার ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ভোলার ৫৯টি কলেজ থেকে এবার মোট ৯ হাজার ৯৯৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন। তাদের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন ৯ হাজার ৫৩৯ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩ হাজার ৭৭২ জন। অন্যদিকে অকৃতকার্য হয়েছেন ৫ হাজার ৭৬৭ জন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ছয় জেলার মধ্যে পাসের হারে ভোলার অবস্থান পঞ্চম। এ তালিকায় ভোলার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ৩ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ লাখ শিক্ষার্থী পাচ্ছেন নতুন স্বাস্থ্যসেবা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য নতুন স্বাস্থ্যসেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষার্থীরা থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা, জেনেটিক কাউন্সেলিং ও মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে সহায়তা দিতে প্রতিষ্ঠা করা হবে 'ক্যারিয়ার অ্যান্ড ওয়েলবিং সেন্টার' (সিডব্লিউসি)। এ লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বায়োটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই করা হয়েছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর কার্যালয়ে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। সমঝোতা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান অবকাঠামো ও অধিভুক্ত কলেজগুলোর নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শসেবা দেওয়া হবে। থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী গোপনীয়তা বজায় রেখে জেনেটিক কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং দেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও পাঠানো ৩ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার আমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি লাইব্রেরিসহ তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৮টার দিকে আমতলী সরকারি কলেজ রোডসংলগ্ন বাহার লাইব্রেরিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও দুটি দোকানে। এতে তিনটি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, বই, পোশাক, প্রসাধনীসহ বিপুল পরিমাণ মালামাল পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে লাখ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। এ ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তাঁরা। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো–বাহার লাইব্রেরি, যার স্বত্বাধিকারী মো. খলিলুর রহমান ৩ এর পাতায় দেখুন

নেছারাবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওলামা মাশায়েখ সম্মেলন

নেছারাবাদ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ওলামা বিভাগ নেছারাবাদ উপজেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় উপজেলা কার্যালয়ে 'ওলামা মাশায়েখ সম্মেলন ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এই সম্মেলন হয়। ওলামা বিভাগ নেছারাবাদ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুস ছালাম সিকদারের সভাপতিত্বে এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওলামা বিভাগ বরিশাল অঞ্চলের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মো. হাবিবুর রহমান। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ তা'লীমুল কুরআনের চেয়ারম্যান মুফতী মাওলানা মো. আ. হালিম। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন ওলামা বিভাগের পিরোজপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মো. আব্দুর রব। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ৩ এর পাতায় দেখুন

ভিডব্লিউবি কার্ডের চাল আত্মসাতের অভিযোগ নারী ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক উপকারভোগীর ভিডব্লিউবি (ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট) কার্ডের চাল স্বাক্ষর দিয়ে তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গৈলা মডেল ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য রোজিনা বেগমের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শেফালী বেগমের দুই মাসের ৬০ কেজি চাল ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছেন অভিযুক্ত ইউপি সদস্য। তিনি ঘটনাটিকে ভুল বলে দাবি করেছেন। সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শেফালী বেগম উপজেলার উত্তর শিহিপাশা গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন তিনি। সংসারের খরচ জোগাতে দুই মেয়েকে বাবার বাড়িতে রেখে ঢাকায় দিনমজুরের কাজ করেন শেফালী। নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুই বছর মেয়াদি ভিডব্লিউবি কর্মসূচির অধীনে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল পাওয়ার জন্য ৩ এর পাতায় দেখুন

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com